দর্শনায় পৌর জামায়াতের উদ্যোগে যুবকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

দর্শনা পৌর শাখা জামায়াতের উদ্যোগে যুবকদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বেলা দুইটার দিকে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের আমির ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি প্রার্থী মোঃ রুহুল আমিন। তিনি বলেন, যুবকরাই দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব। দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। যুবকদের কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি পেলে সমাজ থেকে দুর্নীতি ও অপরাধ কমে যাবে। সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে যুব সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তিনি সবাইকে দেশ গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি সাগর আহমেদ, দর্শনা থানা শাখার সহকারী সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর শাখার আমির সাইফুল আলম অপু এবং পৌর যুব বিভাগের সভাপতি তানজিল।

মতবিনিময় সভাটি যুবকদের মধ্যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

দর্শনা কেরুজ আধুনিকায়ন প্রকল্পের বয়লিং হাউজের স্লো

ফায়ারিংয়ের উদ্ধোধন

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চিনিকল হলো দর্শনা কেরুজ চিনিকল। এ বড় চিনিকলের নতুন আধুনিকায়ন প্রকল্পের ২০২৫-২৬ মাড়াই মৌসুমের ১০২ কোটি ২১ লাখ টাকার কাজের নতুন বয়লিং হাউজের স্লো ফায়ারিংয়ের শুভ উদ্ধোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বেলা ৩ টার দিকে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের নতুন বয়লিং হাউজের ফ্যাক্টরির ভিতরে দোয়া মাহফিল ও বয়লিং হাউজের আগুন নিক্ষেপের মাধ্যমে উদ্ধোধনী অনুষ্ঠিত হয়।

এ দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর সুযোগ্য ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মীর রাব্বিক হাসান। এ সময় তিনি বলেন, ১৯৩৮ সাল থেকে মিলটি একই ভাবে চলছে। তবে মিলটি ইতিমধ্যে বিএমআর আইয়ের কাজ চলছে। তাই বয়লিং হাউজ মিলের একটি গুরুত্বপুর্ন জায়গা। সেজন্য আমরা পরিক্ষা মূলকভাবে ১৫/২০ দিন আগে দেখে নিই কোন সমস্যা আছে কিনা। যদি সমস্য থাকে তাহলে আমরা দ্রুত সারিয়ে তুলতে পারবো। ইতিমধ্যে আমাদের বিএম আর আই প্রকল্পের দ্বীতীয় ধাপের কাজ প্রায় শেষ প্রান্তে। তাই এ বছরই নতুন বয়লিং হাউজে আখ মাড়াই করতে সক্ষম হবো বলে আশা করছি।

এ বয়লিং হাউজটি চালু হলে বাংলাদেশ সরকার লাভবান হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ২০১২ সালের কাজ ২ বছরে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন জটিলতায় ১৩ বছর লেগে গেছে। তাই নতুন করে বি এম টি এফ প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পটি ইতিমধ্যেই কাজ করে ফেলেছে। তাই আশা করছি আগামী ৫ ডিসেম্বর ২০২৫-২৬ মাড়ই মৌসুমের নতুন বয়লিং হাউজ দিয়ে মড়াই যাত্রা শুরু করতে পারবো বলে আশা করছি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, বিএম আর প্রকল্পের পিডি ফিদা হোসেন বাদশা, বি এম টি এফের ডাইরেক্টর ম্যানেজার বেলায়েত হোসেন, দর্শনা কেরুজ চিনিকলের মহাব্যাবস্থাপক সুমন কুমার সাহা (কারখানা), আশরাফুল আলম ভৃূইয়া (কৃষি), মীর্জা গালিব (এডিএম), ইসমাইল হোসেন মোল্লা (যন্ত্রাশং)। অনুষ্টানে দোয়া পরিচালনা করেন, কেরু জামে মসজিদের পেশ ইমাম সামসুজোহা আজাদী। উল্লেখ্য থাকে যে, দুই বছর সময় বেঁধে দিয়ে ২০১২ সালে ‘বিএমআর অব কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেড’ নামে প্রকল্পটির অনুমোদন দেন

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অনেক পুরোনো এই চিনিকলটির আধুনিকায়ন এবং আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে তখন খরচ ধরা হয়েছিল ৪৬ কোটি টাকা। কিন্তু সে সময়ে তো হয়নি বরং একবার নয়, দুইবার নয় সাতবার সংশোধন করে সময় বাড়ানো হয় ২০২৫ সালের জুন্ পর্যন্ত। খরচ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে দাড়িয়েছে ১০২ কোটি টাকায়। তারপরও ১৪ বছরে শেষ হয়নি প্রকল্পটির কাজ। তাই বাকি কাজ শেষ করতে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে সময় বাড়ানোর প্রস্তাব করা হলে সম্প্রতি একনেক সভায় অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০২৬ সালের জুনে পুরো কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত ১৭ আগস্ট জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অষ্টমবারের মতো সংশোধনের অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)। তাই দ্বিতীয় ধাপে প্রকল্পটি চেন্জ করা হয়েছে গত ৪ নভেম্বর।

দর্শনায় নবম পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে রেল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় নবম পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে রেল কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানববন্ধন করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশনে বৈষম্য নিরসনপূর্বক পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে বাংলাদেশ রেলওয়ের দর্শনাতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এ মানববন্ধনে অংশ নেন।

জানা গেছে, নবম পে-স্কেল বাস্তবায়নে ‘প্রহসন’ চলছে অভিযোগ করে এবং ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে বৈষম্য দূর করে পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে তারা এ বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেন।

দাবিসমূহ হলো, নবম পে-স্কেল ২০২৫ দ্রুত বাস্তবায়ন ও গেজেট আকারে প্রকাশ করা, গ্রেডভিত্তিক বৈষম্য দূর করা ও কর্মচারীদের ন্যায্য বেতন প্রদান, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে দাবি মানা না হলে কঠোর আন্দোলনের ডাক ও রেলওয়ের নিয়োগবিধি-২০২০ দ্রুত সংশোধন করে পদোন্নতি বঞ্চিতদের পদোন্নতি প্রদান এবং সব শূন্য পদে অতিসত্ত্বর নিয়োগ দেওয়া।

মোঃ মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে ও নূর হোসেন বকুলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে আন্দোলনরত কর্মকর্তারা তাদের দাবি তুলে ধরেন এবং দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একই সঙ্গে আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বৈষম্য দূর না হলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন।

এ সময় মানববন্ধনে সংহতি প্রকাশ করেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য নাহারুল ইসলাম মাস্টার। এছাড়া উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন মোঃ রাশেদ ইকবাল, মোঃ আশিকুর রহমান, আলমাস আলী আরিফ, তারুণ হোসেন, তৌহিদুল ইসলাম, ফয়সাল আহমেদ, সাদ্দাম হোসেন, টিপু সুলতান, শাহীন আলমসহ আরও অনেকে।

দর্শনায় বাবু খানের পক্ষে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে দর্শনায় ধানের শীষ মার্কায় বাবু খানের পক্ষে গণসংযোগ ও বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শনা পৌর এলাকার ৮নং ওয়ার্ড শ্যামপুর গ্রামে এ নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এ নির্বাচনী প্রচারণায় দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক

আলহাজ্ব মোঃ মশিউর রহমানের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল মুকিত, ছাত্রনেতা আব্দুর রহিম মুন্না, সুজন, দর্শনা কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, ছাত্রদল নেতা রাজ, ডাবলু, রকি, পলাশ প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জননেতা মাহমুদ হাসান খান বাবু ভাইকে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচিত করলে স্বাধীনতার পরবর্তী অবহেলিত এ অঞ্চলে সামনের বাংলাদেশ গড়ে উঠে এলাকায় উন্নয়নের জোয়ার উঠবে। এই চুয়াডাঙ্গা-২ এলাকা হয়ে উঠবে আশপাশের জেলার মধ্যে অন্যতম একটি এলাকা। আগামী নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠন করলে এ দেশে সৃষ্টি হবে উন্নয়নের নবদিগন্ত। তাই সবাই আসুন দলে দলে বিএনপির পতাকা তলে।

উপরোক্ত কথাগুলো ভোটারদের মাঝে বলে, কেন্দ্রীয় বিএনপির উপ-কোষাধ্যক্ষ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে নির্বাচনী গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

দর্শনায় বিএনপিকর্মীর ট্রাকে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন দর্শনা পুরাতন বাজার সংলগ্ন হাজী আব্দুল কাদেরের আড়তে সামনে পার্কিং করা বিএনপির কর্মী জাহিদ মিয়ার ট্রাকে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার দিবাগত রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, বুধবার গভীর রাতে দর্শনা হতে মুজিবনগর মহাসড়কের পাশে দর্শনা পুরাতন বাজার সংলগ্ন হাজী আব্দুল কাদের ভূসিমালের আড়তে সামনে পার্কিং করা ট্রাক যার নম্বর (চুয়াডাঙ্গা- ট-১১-০৫৯৮) আগুন লাগিয়ে দুরবিত্তরা পালিয়ে যায়।

খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ট্রাক মালিক ও বিএনপির কর্মী জাহিদ মিয়া জানান, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার ট্রাকচালক আব্দুল হাকিম ট্রাকটি দর্শনা পুরাতন বাজার সংলগ্ন আব্দুল কাদেরের আড়তে সামনে পার্কিং করে রেখে বাড়ি চলে যায়। এরপর গভীর রাতে কে বা কাহারা ট্রাকটিতে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি তৎক্ষণিক ট্রাকটি অধিকাংশ পুড়ে গেছে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) সুলতান মাহমুদ ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ট্রাকমালিক জাহিদ মিয়া বাদী হয়ে দর্শন থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। আসামিদের ধরতে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। দুষ্কৃতিকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে বলেও তিনি জানান।

দর্শনায় দারুস সালাম ক্যাডেট মাদরাসায় অভিভাবক সমাবেশ ও প্রদর্শনী

চুয়াডাঙ্গার দারুস সালাম ক্যাডেট মাদরাসায় অভিভাবক সমাবেশ ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে দর্শনা সরকারি ফুড গুদামের পাশে মাদরাসা প্রাঙ্গণে অভিভাবক সমাবেশ, হাতের লেখা, গজল, হাদিস, সূরা ও জানাজা নামাজ প্রদর্শনী এবং ২য় পর্বে রাতে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

১ম পর্বের অভিভাবক সমাবেশ ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হাফেজ মাওলানা ফরহাদের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন দর্শনা পৌর ইমাম কমিটির সাবেক সভাপতি ও পুরাতন বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মো. নুরুল ইসলাম এবং দর্শনা ডি.এস. ফাজিল ডিগ্রি মাদরাসার শিক্ষক মো. আবু জাফর।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হাতের লেখা

প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী দেখানো হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে ৫ থেকে ৮ বছরের বাচ্চাদের ইংরেজিতে কথোপকথন, আরবিতে হাদিস শরিফের তরজমা, বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল প্রতিযোগিতা, আরবি-বাংলায় লেখা এবং জানাজা নামাজ প্রদর্শন করা হয়। এ সময় অতিথি, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থী-অভিভাবকসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ধানের শীষে ভোট চেয়ে লিফলেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দর্শনা রেলবাজার এলাকায় সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ ও ধানের শীষে ভোট চেয়ে প্রচারণা চালান চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম সাবু তরফদার।

গণসংযোগকালে তিনি বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা কর্মসূচি ও স্থানীয় উন্নয়নের রূপরেখা সম্বলিত লিফলেট দোকানপাট ও পথচারীদের হাতে তুলে দেন।

এ সময় সাবু তরফদার বলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কেন্দ্রীয় বিএনপি’র উপ-কোষাধ্যক্ষ ও জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিজয়ী করলে এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন হবে। তিনি বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি ও দেশের শীর্ষ পোশাকশিল্প উদ্যোক্তা। তার নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা ও রাজধানী ঢাকা দুই এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির বড় সুযোগ রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয়ই দেশের রাষ্ট্র কাঠামো, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও জবাবদিহিমূলক

উন্নয়নের পথ সুগম করবে।

গণসংযোগে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ আহমেদ ফারুক, শ্রমিকদল নেতা খন্দকার মুন্নাফ, দর্শনা থানা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আলমগীর হোসেন, দর্শনা টাংলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ, জেলা শ্রমিক দলের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, শ্রমিকদল নেতা মো. জাহাঙ্গীর, সোহরাব হোসেন, সানোয়ার হোসেন, সাদ্দাম হোসেন প্রমুখ।

দর্শনায় ধানের শীষ মার্কায় ভোট চেয়ে প্রচার বোর্ড স্থাপন

দর্শনা পৌরসভায় কেন্দ্রীয় বিএনপির উপ-কোষাধ্যক্ষ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু আগামী ত্রিদেশীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী বিজয় করার লক্ষ্যে ধানের শীষ মার্কায় ভোট চেয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রচার বোর্ড স্থাপন করেছেন। গতকাল রোববার দুপুর ১২টায় দর্শনা পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় এই প্রচার বোর্ড স্থাপন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মোঃ মহিদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য আলহাজ্ব মোঃ মশিউর রহমান, সমন্বয় কমিটির অন্যান্য সদস্য বিএনপি নেতা মাহবুবুল আলম খোকন, মোঃ মহিদুল ইসলাম, মোঃ রেজাউল ইসলাম, দর্শনা রেলবাজার কমিটির নবনির্বাচিত সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, দর্শনা পৌর বিএনপির ২ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মোঃ শহিদুল মোল্লা, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, প্রবীণ বিএনপি নেতা মোঃ ইসমাইল আমিন, আব্দুল হামিদ, আলাউদ্দিন, যুবদল নেতা সোহাগ জামাদার, ছাত্রদল আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, আব্দুল মুকতি, সাইদুর রহমান, ওয়াসিম, ছাত্রদল নেতা আব্দুর রহিম মুন্না, সোভন, পলাশ, ফরাদ, লিজন, আকাশ খান প্রমুখ।

বিএনপি নেতারা জানান, ভোটারদের কাছে প্রার্থী ও ধানের শীষ মার্কার পরিচিতি বাড়ানো এবং নির্বাচনী প্রচারণা জোরদার করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

দশর্না রেলবাজার দোকান মালিক নিবার্চন সম্পুর্ণ। সভাপতি পদে তোফজ্জেল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক পদে আনোয়ার হোসেন নিবার্চিত হয়েছে।

সকাল ৮টা একটানা বিকাল ৪টা পযর্ন্ত বিরতিহীন ভাবে ভোট গ্রহণ চলে। ব্যাপক উৎসাহ উদ্বিপনা আনন্দ মুখোর পরিবেশে ভোটাররা ভোট প্রদান করেন। মোট ভোটার সংখ্যা ছিলো ৮৭০জন। কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়ায় ভোট গ্রহণ সম্পুর্ণ হয়েছে। পুলিশি কড়া পাহারায় এবং সাংবাদিক ও স্থানীয় নেত্রীবৃন্দের উপস্থিতে ভোট প্রদান করেন ভোটাররা।

দীর্ঘ সাড়ে ৭ বছর পর দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে এ নির্বাচনটি ছিল উৎসব মুখোর। ১৩টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৩১ প্রার্থী। এরই মধ্যে সভাপতি পদে ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে সভাপতি পদে তোফাজ্জেল হোসেন চেযার মার্কায় ৩৪৯ ভোট পেয়ে নিবর্চিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি তরিকুল ইসলাম জুয়েল চশমা মার্কায় ২৯৪ ভোট পেয়েছেন। সহ-সভাপতি পদে আবুল বাসার মোরগ মার্কায় ৪৬৪ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি আরিফেুল ইসলাম কলস মার্কায় ১৯৩ ভোট পেয়েছেন।

সাধারণ সম্পাদক পদে ৫ জন প্রার্থীর মধ্যে আনোয়ার হোসেন প্রজাপ্রতি মার্কায় ২৫৪ ভোট পেয়ে নিবার্চিত তার নিকটতম প্রার্থী সেলিম মেহফুজ বাই সাইকেল মার্কায় ২৪০ ভোট পেয়েছে। সহ-সাধারণ

সম্পাদক পদে আবিদ হাসান রিফাত হরিণ মার্কায় সর্বোচ্চ ৬৭০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী আনারস মার্কায় ২১২ ভোট পেয়েছেন। দপ্তর সম্পাদক পদে সোহাগ হোসেন টেবিল মার্কায় ৩৭৩ ভোট পেয়ে অপর প্রার্থী কালু মিয়া হারিকেন প্রতীকে ৩৩৩ ভোট পেয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ পদে মিজানুর রহমান দেয়ারঘড়ি মার্কায় ৫৭৩ ভোট পেয়ে নিবর্চিত হয়েছেন। অপর প্রার্থী টিউবয়েল মার্কায় ২৬২ ভোট পেয়েছেন। নির্বাহী সদস্য পদে ১ নং ওয়ার্ডে শরীফ উদ্দীন পেয়ারা মার্কায় ৮৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত। তার প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী হারেজ আলী সেলাই মেশিন মার্কায় ৫২ ভোট পেয়েছে। ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে আব্দুল মিয়া ও শামীম মিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। ৫ নং ওয়ার্ডে মেহেদী হাসান বেলচা মার্কায় ৮৪ ভোটপেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। অপর প্রার্থী সেলাই মেসিন মার্কায় ৩২ ভোট পেয়েছেন। ৬ নং ওয়ার্ডে আজিজুল ইসলাম পান পাতা মার্কায় ১২১ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী হানিফ খাঁ ২৩ ভোট পেয়েছে। ৭ নং ওয়ার্ডে হাবিব শিকদার জবাফুল মার্কায় ৬৬ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। অপর প্রার্থী ২৯ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। জানা গেছে, ২০১৮ সালের ২০ এপ্রিলে দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিন বছর মেয়াদি পরিষদ হলেও বিগত কমিটি দায়িত্বে ছিলেন টানা ৭ বছরেরও বেশী সময়। নানা জটিলতার কারণে ঠিকঠাক সময়ে নির্বাচন হয়নি। অবশেষে চলতি বছরের ২৫ মে গঠন করা হয় উপদেষ্টা পরিষদ।

পরে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গঠন করা হয় ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মনোনীত করা হয় অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজিজুর রহমানকে। এ কমিশনে অপর ৪ কমিশনার হলেন সাংবাদিক জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক এফএ আলমগীর, মোমিনুল ইসলাম ও মনির হোসেন। গত ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষনা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর আজিজুুর রহমান। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ি গতকাল ২৩ অক্টোবর ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। খসরা তালিকা অনুযায়ি ভোটার সংখ্যা হয়েছে ৭টি ওয়ার্ডে ৭৬৯ জন। ২৪ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত ভোটার তালিকায় অর্ন্তভূক্তি, নাম ও ওয়ার্ড সংশোধনী। ২৮ অক্টোবর চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ২৯ থেকে ৩০ অক্টোবর প্রার্থীদের মধ্যে মনোনয়নপত্র বিতরণ। ১ নভেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই, প্রার্থীতা বাতিলের উপর আপিল, শুনানী ও নিস্পত্তি। ২ নভেম্বর বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, ৩ নভেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, ৪

নভেম্বর চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও প্রতীক বরাদ্দ। ১৪ নভেম্বর সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত বিরতীহিনভাবে দর্শনা ডিএস সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা কেন্দ্রে গোপন ব্যালোটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে।

এবারের নির্বাচনে ১৩ টি পদের বিপরিতে তালিকায় রয়েছেন ৩১ জন প্রার্থী। এবারের নির্বাচনে সভাপতি পদে মাঠে রয়েছেন সাবেক সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন (চেয়ার)। নতুনদের মধ্যে রয়েছেন লুতফর রহমান (মই) ও তারিকুল ইসলাম জুয়েল (চশমা)। সাধারণ সম্পাদক পদে ৩ জন পুরণো হলেও ২ জন রয়েছেন নতুন প্রার্থীই। এদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন রতন (প্রজাপতি) সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান বাবু (চাঁদতারা), গত নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী সেলিম মেহমুদ লিটন (বাই সাইকেল) নতুনদের মধ্যে রিয়েল ইসলাম লিওন (ছাতা) ও নাসির উদ্দিন খান হাসু (সূর্যমুখি ফুল)। সহসভাপতি পদে আবুল বাসার (মোরড়) আরিফুল ইসলাম জয়নাল (কলস) ও রিন্টু জামান (মাছ)। সহসাধারণ সম্পাদক পদে আবিদ হাসান রিফাত (হরিণ) ও শরিফুল আলম (আনারস)। কোষাধ্যক্ষ পদে সাবেক কোষাধ্যক্ষ বিল্লাল হোসেন (টিউবওয়েল) ও মিজানুর রহমান (দেয়ালঘড়ি)। দপ্তর সম্পাদক পদে সাবেক দপ্তর সম্পাদক সোহাগ হোসেন (টেবিল) ও কালু মিয়া (হারিকেন)।

এছাড়া ৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ নং ওয়ার্ডে মোঃ শরীফ উদ্দীন পেয়ারা মার্কায় ৭৫ ভোট পেয়ে নিবার্চিত তার নিকটতম প্রার্থী ফরজ আলী কাঁঠাল মার্কায় ৫২ ভোট পেয়েছে। ২নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম ৮৮ ভোট পেয়ে নিবার্চিত। অপর প্রার্থী সেলিা মেশিন মার্কায় ৫২ ভোট পেয়েছে। ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে কোন প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকায় আব্দুল মিয়া এবং শামীম মিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ৫ নং মেহেদী হাসান (বেলচা) মার্কায় ৮৪ ভোট পেয়ে নিবার্চিত তার নিকটতম প্রার্থী মোঃ ওয়াসীম ফুটবল ৩২ ভোট পেয়েছে। ৬নং ওয়ার্ডে আজিজুল ইসলাম পানপাতা মার্কায় ২১২ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। অপর প্রার্থী হানিফ খঁ ২৩ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। এছাড়া ৭ নং ওয়ার্ড থেকে হাবিব শিকদার জবাফুল মার্কায় ৬৬ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী সাইদুর রহমান উড়োজাহাজ মার্কায় ২৯ ভোট পেয়েছেন।

দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন আজ

সাড়ে সাত বছর পর দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ শুক্রবার। এই নির্বাচনে ১৩টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৩১ জন প্রার্থী। দেখার অপেক্ষা, কে হাসেন বিজয়ের হাসি।

সভাপতি পদে ৩ ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৫ জনসহ বিভিন্ন পদে মোট ৩১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর দর্শনা, যা শিল্পনগরী হিসেবে সারাদেশে পরিচিত। দর্শনা দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় বইছে নির্বাচনী উৎসবের আমেজ।

নির্বাচন তিন বছর অন্তর হওয়ার কথা থাকলেও এবার তা হচ্ছে দীর্ঘ সাড়ে সাত বছর পর। আগামী ১৪ নভেম্বর শুক্রবার অনুষ্ঠিতব্য এ নির্বাচনকে ঘিরে প্রার্থী ও সমর্থকদের মধ্যে সরব আলোচনা, আর ভোটারদের মাঝে বিরাজ করছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা।

দর্শনা বাজারের ব্যবসায়ীদের এই নির্বাচন বরাবরই এলাকায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় মুখর হয়ে উঠেছে এলাকা। বাজারের প্রতিটি অলি-গলি ও প্রধান সড়কে প্রার্থীদের ছবি ও প্রতীকসংবলিত ডিজিটাল বিলবোর্ড ও পোস্টারে ছেয়ে গেছে। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকেও চলছে প্রচার।

দিনে প্রার্থীদের মাঠে তেমন দেখা না গেলেও সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে কেউ দলবদ্ধভাবে, কেউ একাই প্রচারণা চালাচ্ছেন। প্রতিটি ভোটারকে হ্যান্ডবিল দিয়ে দোয়া ও ভোট প্রার্থনা করছেন প্রার্থীরা।

জানা গেছে, ২০১৮ সালের ২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির সর্বশেষ ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন। তিন বছর মেয়াদি পরিষদ হলেও বিগত কমিটি টানা সাত বছরেরও বেশি সময় দায়িত্বে ছিল। নানা জটিলতার কারণে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

অবশেষে চলতি বছরের ২৫ মে গঠন করা হয় উপদেষ্টা পরিষদ এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পান অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান। অন্য সদস্যরা হলেন সাংবাদিক জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক এফ.এ. আলমগীর, মোমিনুল ইসলাম ও মনির হোসেন।

গত ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর আজিজুর রহমান। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ২৩ অক্টোবর ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়।

খসড়া তালিকা অনুযায়ী ভোটার সংখ্যা ৭টি ওয়ার্ডে ৭৬৯ জন। ২৪ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, নাম ও ওয়ার্ড সংশোধন, ২৮ অক্টোবর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ২৯-৩০ অক্টোবর প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বিতরণ, ১ নভেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই ও আপিল শুনানি শেষে ২ নভেম্বর বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। ৩ নভেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ও ৪ নভেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ এবং প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

১৪ নভেম্বর সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে দর্শনা ডিএস সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা কেন্দ্রে গোপন ব্যালটে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

এবারের নির্বাচনে সভাপতি পদে মাঠে রয়েছেন সাবেক সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন (চেয়ার), নতুনদের মধ্যে রয়েছেন লুৎফর রহমান (মই) ও তারিকুল ইসলাম জুয়েল (চশমা)।

সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাবেক সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন রতন (প্রজাপতি), সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান বাবু (চাঁদতারা), গত নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী সেলিম মাহমুদ লিটন (সাইকেল) এবং নতুন প্রার্থী রিয়েল ইসলাম লিওন (ছাতা) ও নাসির উদ্দিন খান হাসু (সূর্যমুখী ফুল)।

সহসভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আবুল বাসার (মোরগ), আরিফুল ইসলাম জয়নাল (কলস) ও রিন্টু জামান (মাছ)। সহসাধারণ সম্পাদক পদে আছেন আবিদ হাসান রিফাত (হরিণ) ও শরিফুল আলম (আনারস)।

কোষাধ্যক্ষ পদে সাবেক কোষাধ্যক্ষ বিল্লাল হোসেন (টিউবওয়েল) ও মিজানুর রহমান (দেয়ালঘড়ি)।

দপ্তর সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাবেক দপ্তর সম্পাদক সোহাগ হোসেন (টেবিল) ও কালু মিয়া (হারিকেন)।

ওয়ার্ড সদস্য পদে ১নং ওয়ার্ডে ফরজ আলী (কাঠাল) ও মো. শরিফ (পেয়ারা), ২নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম (মোবাইল) ও হারেজ উদ্দিন (সেলাই মেশিন), ৩ ও ৪নং ওয়ার্ডে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল ও শামীম মিয়া, ৫নং ওয়ার্ডে ওয়াসিম (ফুটবল) ও মেহেদী হাসান (বেলচা), ৬নং ওয়ার্ডে হানিফ খা (আম) ও আজিজুল ইসলাম আজিজ (পানপাতা), ৭নং ওয়ার্ডে হাবিব শিকদার (জবাফুল), সাইদুর রহমান টুটুল (উড়োজাহাজ) ও আজাহার খান ঝন্টু (চায়ের কাপ)।

এ নির্বাচনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান।